অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মাসিক প্রতিবেদন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

মাসের নাম : মার্চ/২০২১

বিবেচ্য মাসে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা			পূর্ববর্তী মাসের জের	মোট অভিযোগ (১+২+৩+৪)	অন্য দপ্তরে প্রেরিত	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	চলমান অভিযোগ		অভিযোগ নিষ্পত্তির হার (নিষ্পত্তিকৃত X ১০০% (মোট নিষ্পত্তিযোগ্য অভিযোগ))
ওয়েব সাইটের মাধ্যমে	প্রচলিত পদ্ধতিতে	স্বপ্রণোদিতভাবে গৃহীত					নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়নি	নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১				১	-	১. (ID-9994) প্রিয় মহোদয়, যথাবিহিত শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রর্দশন সবিনয় নিবেদন এই যে, পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার পূর্বে অনেক আন্দোলন করে করতোয়া নদীর উপরে ৪র্থ চীন বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে ১৯৯৭ ইং সনে। সেতুটি উদ্বোধন করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৮ ইং সনে। বর্তমান অবস্থায় সেতুটিতে বিদ্যুৎ বাতি পরিস্কার ভাবে জ্বলেনা মৃদুমৃদু ভাবে জ্বলে। এই বাতির কারনে সাধারণ মানুষ পথচারী সেতুর পার্শ্ব রাস্তা দিয়ে যখন চলাচল করে তখন অন্য পথচারীর মুখমন্ডল দেখে চেনা যায়না। রাত্রে কোন সময় বিদ্যুৎ হঠাৎ চলে যায়, তখন সেতুটি অন্ধকারে থাকে। পথচারীর চলাচলের বিরাট সমস্যা হয়। সেতুটির নিরাপত্তার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান অবস্থায় বিষয়টি গোপনীয় ভাবে স্বরজমিনে নিঃস্বার্থ ভাবে তদন্ত করে সেতুটির নিরাপত্তার জন্য আধুনিক সৌর বিদ্যুৎ বাতি এবং সেতুটির উপরে ও নিচে আধুনিক ডিজিটাল ক্যামেরা লাগানোর ব্যবস্থা করিলে এই এলাকার সাধারণ মানুষের হৃদয়ের মধ্যে আপনার সুনাম চিরস্ম^রণীয় হয়ে বিশাল জনপ্রিয়তার স্থান পাবে। এই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। **জবাব:** পঞ্চগড় সড়ক বিভাগাধীন বোদা-দেবীগঞ্জ-ডোমার জেলা মহাসড়কের ২৪ তম কিঃমিঃ এ অবস্থিত ৪র্থ চীন বাংলাদেশ মৈত্রী সেতুটির বৈদ্যুতিক বাতি সমূহ পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ইজারাদার ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক বাতি ও সরঞ্জামদি সংগ্রহ করেছেন। বৈদ্যুতিক বাতি সমূহ প্রতিস্থাপন করার জন্য বীম লিফটার প্রয়োজন, যা স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করে মার্চ মাসের মধ্যেই প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হবে। এছাড়া অভিযোগ/ মতামত পত্রে বিদ্যুৎ চলে গেলে সেতুটি আলোকিত রাখার জন্য আধুনিক সৌর বিদ্যুৎ বাতি ব্যবহার করার জন্য বলা হয়েছে। এ বিষয়ে বর্তমানে কোনো উদ্যোগ নেই, এ বিষয়টি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কে অবহিত করা হবে, প্রয়োজনীয় অনুমোদন স্বাপেক্ষে এটি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। অভিযোগ / মতামত পত্রে সেতুটির নিরাপত্তার জন্য আধুনিক ডিজিটাল ক্যামেরা স্থাপন করার কথাও বলা হয়েছে। যদিও বর্তমানে ইজারা চুক্তিতে সেতুতে ক্যামেরার সংস্থান নেই, শীঘ্রই সেতুতে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।			১০০%

০১।৪।২১

(মোঃ আবদুর রৌফ খান)
যুগ্মসচিব (আইন)
ও
ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, জিআরএস
ফোন: ৯৫৮৪১২৭